সংবাদ প্রতিদিন
কেরিয়ার guide
বৃহস্পতিবার ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ৬

ডা ক বা ক্স
চিঠি পাঠান কেরিয়ার গাইড
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০৭২
cguide@sangbadpratidin.org

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং

এআই-এর হাত ধরে চাহিদা বাড়ছে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারদের। বিদেশে প্রচুর কাজ। এখানেও কয়েক বছরের মধ্যেই বিশেষজ্ঞর দরকার হবে। নতুন বিষয়টি নিয়েই আলোচনায় গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক

ড. দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। জিনিয়া সরকার

বর্তমানে কাজের জগতে নানা পরিবর্তন আসছে। সেটা আইটি সেক্টর, হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি অথবা হতে পারে ব্যাঙ্ক বা মিডিয়া। সর্বত্র এখন নতুন সংযোজন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। সোজা কথায়, এই এআই অনেকটা তোতাপাখির মতো মানুষেরই শেখানো তথ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষালাভ করে, এবং পরবর্তীকালে মানুষের উপস্থিতি ছাড়াই নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয় - যেমন ছবি থেকে মানুষের মুখ চিনতে পারা অথবা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ইত্যাদি। এখন এই বিষয়টা ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা আলাদা হয়। ব্যাঙ্ক বা ফাইনান্সিয়াল কোম্পানিতে এআই যেভাবে ব্যবহার হবে, হেলথ সেক্টরে তার ব্যবহার ভিন্ন হবে। কিন্তু পদ্ধতিটি এটাই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারা সহজে কঠিন কাজ করে ফেলা।

এই এআই টুল তৈরি করতে আজ আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের চাহিদা বিশাল। যাঁরা এই সব সফটওয়্যারের কোডিং করতে যত দক্ষ তাঁদের মোটা টাকার স্যালারি অফার করা হচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, এআই কিন্তু কেরিয়ারের আরও একটি দিক উন্মোচন করেছে। তা হল প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং। বর্তমানে বেশ কিছু সংস্থা, বিশেষত বিদেশি কিছু কোম্পানি এই নতুন একটি ফিল্ডে রিক্রুটমেন্ট করছে। এখানেও শুধু চাকরি নয়, মিলছে মোটা টাকার বেতন।

কী এই বিষয়?

ইদানীং কৃত্রিম মেধা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) সংক্রান্ত গবেষণায় একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে যেখানে তোতাপাখির মতো বুলি না আওড়ে যন্ত্র কিছুটা হলেও মানুষের মতো 'বুঝতে' শিখেছে। অতএব, এখন কৃত্রিম মেধাকে সঠিক পথে চালানোর নির্দেশ সফটওয়্যার-এর ভাষায় হওয়ার প্রয়োজন নেই, চলতি ইংরেজি ভাষাই যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, চ্যাট-জিপিটি ব্যবহার করে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে গেলে আপনাকে সঠিক প্রশ্ন সঠিকভাবে করতে হবে, যাকে কারিগরি ভাষায় বলে সঠিক প্রম্পট করা। এছাড়াও কৃত্রিম মেধাসম্পন্ন যন্ত্রকে সঠিক উদাহরণ পেশ করাও প্রভূত জরুরি। যেমন চ্যাট-জিপিটি ব্যবহার করে কোনও নথির সারসংক্ষেপ করতে চাইলে সেরকম কিছু সারসংক্ষেপের উদাহরণ আপনাকে দিতে হবে।

তাই এখন প্রতিটি ফিল্ডেই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়ছে। যখন এআই নির্ভর কোনও কাজ আমরা করব, তখনই এআইকে সঠিকভাবে চালনা করতে দক্ষ কর্মীরও প্রয়োজন হবে। তাহলে এআই টুল দ্বারা কাজটি করা আরও সহজ হবে।

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারদের টেকনিক্যালি এক্সপার্ট হওয়ার পাশাপাশি এআই টুলকে কী প্রশ্ন করলে এআই ঠিক মতো রেসপন্স করবে সেটাও সঠিক অনুমান করার দক্ষতা রপ্ত করতে হবে।

যেমন, প্রম্পট লিখতে দক্ষ না হয়ে যদি কেউ এআই টুলকে প্রশ্ন করে, তখন সম্ভবত দেখা যাবে, সঠিক উত্তর পেতে হয়তো তাকে ১০-১২ বার এআই-এর সঙ্গে ইন্টার‍্যাক্ট করতে হচ্ছে। কিন্তু একজন প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার সেই কাজটি এক-দুবারেই করে ফেলতে পারেন তাঁর এ ব্যাপারে দক্ষতার কারণে।

বর্তমানে প্রম্পট শেয়ার করার বিশেষ নেটওয়ার্কও তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে বিভিন্ন প্রম্পট দেখে ব্যবহারকারী প্রয়োজন মতো কিনে নিয়ে ব্যবহারও করতে পারেন। এইভাবে প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ফ্রিলান্সিংয়ের কাজও অনেকেই করছেন।

তাই আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের টেকনিক্যাল বা নন টেকনিক্যাল যে কোনও কোম্পানিতেই দক্ষ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা তৈরি হবে।

কী কী কাজ করতে হয়?

- প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রোগ্রামিং-এর ব্যাপারে বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। খুব বেশি কিছু নয়, প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট।
- ডেটা অ্যানালাইজ করে প্রম্পট তৈরিতে দক্ষ হতে হবে।
- একটি নির্দিষ্ট পাইপলাইন তৈরি করে প্রম্পট তৈরি করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ছকে সেই নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রম্পট বানাতে হয়।
- কী ইনপুট দিলে সঠিক আউটপুট মিলবে সে ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দরকার। তার জন্য রিসার্চ ওয়ার্ক ভালোভাবে করা দরকার।
- যে যত দ্রুত সঠিক আউটপুট আনতে পারবে সে তত ভাল প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হবে।
- নিয়মিত প্রম্পটগুলির পারফরম্যান্স মনিটর করা দরকার।

প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রোগ্রামিং-এর ব্যাপারে বেসিক জ্ঞান থাকতে হবে। খুব বেশি কিছু নয়, প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। যে কোনও শাখার ছাত্রছাত্রীরাই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে।

কাদের জন্য এই ফিল্ড?

পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক স্কিল থাকলেই হবে। প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে প্রোগ্রামিং-এ বিশাল কিছু দক্ষতার দরকার নেই। যে কোনও শাখার ছাত্রছাত্রীরাই প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে। আর্টস, সায়েন্স কিংবা কমার্সের পড়ুয়া সবাই এই কাজ শিখতে পারে। সাধারণত কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং করে এই ফিল্ডে আসা যায়। তবে বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স বিদেশে রয়েছে। যে কোনও ফিল্ডের ছাত্রছাত্রীরা সেগুলি করে চাকরি করতে পারেন।

সেরিকালচার

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. দেবনির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়। অনিন্দ্য সিংহ চৌধুরি

পুজো হোক বা বিয়েবাড়ি। কলেজ ফেস্ট হোক বন্ধুর বাড়িতে পার্টি, জেন জেড-এর তরুণী বা মা-কাকিমা—সকলের কাছেই 'হট ফেভারিট' সিল্ক। আসলে, এখনকার ছেলেমেয়েরা সিল্ককেই তাদের ফ্যাশনের অঙ্গ করে নিয়েছে। আর এর পিছনে যে শিল্পের অবদান রয়েছে, তা হল রেশম শিল্পের। সেই সঙ্গে কাজের বাজারেও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তাই তো যতদিন যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'সেরিকালচার' নিয়ে পড়ার আগ্রহ বাড়ছে, আসলে, রেশম চাষ থেকে রেশম শিল্প ও সেই নিয়ে গবেষণা সব কিছুই সেরিকালচারের মধ্যে পড়ে। সঙ্গে রয়েছে দারুণ কাজের সুযোগ। দেশে তো বটেই বর্তমানে বিদেশেও সেরিকালচারের পড়ুয়াদের চাহিদা বাড়ছেই। আসলে, এ বিষয় জানা দক্ষ কর্মীর কাজের জায়গা প্রচুর। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, সায়েন্সের অনেক বিষয়, যেমন বটানি থেকে শুরু করে জুলজি, জেনেটিক্স, ব্রিডিং, বায়োটেকনোলজি, এন্টোমোলজি সেরিকালচারে সাবজেক্টে যুক্ত হওয়ায়, পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা করার প্রচুর সুযোগ আছে। তাই তো ছাত্রছাত্রীদের কাছে পছন্দের সাবজেক্ট হয়ে উঠছে 'সেরিকালচার'।

চান্স পেতে হলে

উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স থাকলেই সুযোগ পাওয়া যায়। উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে মোটামুটি ৬০ শতাংশ পেলে সেরিকালচার নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি পড়ার সুযোগ মিলবে। প্রত্যেক বছরই নম্বরে হেরফের হয়। এ রাজ্যের কলেজগুলিতে নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স থাকলেই সুযোগ পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড সেরিকালচার নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানী ও টেকনিক্যাল পদে নিয়োগ করে।

ভিন রাজ্যেও সুযোগ

অন্য রাজ্যে স্নাতক বা মাস্টার্স করতে গেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। মহীশূর ইউনিভার্সিটি, অসম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি, কর্নাটক স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্টটি পড়ানো হয়।

রাজ্যেই পড়া যায়

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও মাস্টার্স করা যায়। এখানে স্নাতকে ৬০টির মতো আসন রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে বিষয়টি পড়ানো হয়। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও মাস্টার্স করা যায়। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে সেরিকালচারে স্নাতক রয়েছে।

হাতের মুঠোয় কাজ

সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড সেরিকালচার নিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানী ও টেকনিক্যাল পদে নিয়োগ করে। পশ্চিমবঙ্গের অধীন ডাইরেক্টরেট অফ সেরিকালচার বিভাগেও নিয়োগ হয়। সিল্ক এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল, নাবার্ড ও এনজিওগুলিতে প্রচুর সেরিকালচারের ছাত্রছাত্রীরা কাজ করছে। এছাড়াও এগ্রিকালচার সেক্টর, সেরিকালচার ইউনিটেও কাজের সুযোগ আছে। স্বনির্ভর হয়ে শিল্পোদ্যোগী হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তো শিক্ষকতার সুযোগ আছে। এমনকী, স্কুলেও শিক্ষকতা করা যায়। অন্য বিষয়ের মতোই সেরিকালচারের পড়ুয়ারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে পারে। তাই তো সেরিকালচার নিয়ে পড়ার ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপের জন্য পাঠানো হয়। একে তো পড়ার সুযোগ, অন্যদিকে, পড়ার পরই কাজের হাতছানি। তাই উচ্চমাধ্যমিকের পর যাদের ভবিষ্যতে বায়োলজির নানা শাখা নিয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থাকে, তাদের মধ্যে অনেকেই এখন 'সেরিকালচার' পড়ার দিকে ঝুঁকছে।

গবেষণার সুযোগ

মাস্টার্সের পর পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ও বহরমপুরে রেশম গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে গবেষণা করা যায়।

ইন্টার্নশিপে পাঠানো হয়

কোর্স চলাকালীনই ছাত্রছাত্রীদের

ক্রীড়া জগতে সম্মানিত কিট

ক্রীড়াক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো পরিকাঠামোর জন্য এবার সেরার খেতাব জিতল ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কিট ইউনিভার্সিটি (কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং)। এ বছর 'সিটু স্পোর্টস বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩' সম্মান জয়ী হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, আইন পাঠে দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়টি। কিট ও কিস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা, কর্ণধার ড. অচ্যুত সামন্তর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন স্পোর্টসে সিটু জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান চাণক্য চৌধুরি। খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায় ব্যতিক্রমী নেতৃত্বদানের জন্য 'স্পোর্টস বিজনেস লিডার' সম্মানেও ভূষিত হন অচ্যুত সামন্ত।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি

অনলাইনে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই পরীক্ষার মাধ্যমে লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট / লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের জন্য পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া হবে। চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের পোর্টাল চালু থাকবে। এক বার আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর কোনও ভুল থাকলে পুনরায় তা ঠিক করার সুযোগ থাকবে না। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সিরা এই পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। যোগ্যতা - মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। প্রার্থীদের কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ২০টি ইংরেজি শব্দ এবং ১০টি বাংলা শব্দ লিখতে পারার দক্ষতা থাকা আবশ্যিক।

এ ছাড়াও আবেদনকারীদের ভালোভাবে বাংলা ভাষায় পড়তে, লিখতে এবং বলতে জানতে হবে। তবে, যাঁদের মাতৃভাষা নেপালি, তাঁদের ক্ষেত্রে এই শর্তাবলি প্রযোজ্য নয়। কারণ, ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় ইংরেজি ব্যতিত শুধুমাত্র বাংলায় প্রশ্নপত্র থাকবে। ভাষার পরীক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়মটি প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি ভুল উত্তরের ভিত্তিতে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। নিযুক্তদের ২২,৭০০-৫৮,৫০০ টাকা বেতন হবে।

আইআইটি খড়্গপুরে ডিজিটাল মার্কেটিং

ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স চালু করছে আইআইটি খড়্গপুর। অনলাইনে এই কোর্স করতে পারবে আইআইটির ছাত্রছাত্রী ছাড়াও ফ্যাকাল্টি ও ইন্ডাস্ট্রির পেশাদাররা। কোর্স চলবে ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০২৪। আগে নাম লেখানোর ভিত্তিতে কোর্সে সুযোগ মিলবে। সর্বাধিক ৫০ জন কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১০ জানুয়ারি, ২০২৪। বিষয়ভিত্তিক শেখানোর পাশাপাশি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে। হবে আলোচনাও। ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কনসেপ্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, কনটেন্ট কিউরেশন, ভিডিয়ো হোস্টিং, অ্যাট্রিবিউশন মডেলিং, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টের উপর আলোকপাত করা হবে। যে কোনও ফিল্ডের পেশাদারদের জন্য এই কোর্সের ফি ১১,৮০০ টাকা, ফ্যাকাল্টির কোর্সের ফি ৭,৫০০ টাকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য ফি ৫,৯০০ টাকা।

নলেজ ব্যাঙ্ক

চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নলেজ ব্যাঙ্কের প্রশ্ন।

১. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কবে হয়েছিল?
ক. ১৫৫৬ খ. ১৭৬১
গ. ১৫৬১ ঘ. ১৭৬৪

২. ফিরোজ শাহ কোটলা কোন শহরে অবস্থিত?
ক. ইন্দোর খ. কোচি
গ. দিল্লি ঘ. মুম্বই

৩. প্যান কার্ডে P শব্দের অর্থ কী?
ক. পার্মানেন্ট খ. পার্সোনাল
গ. প্রোটেকশন ঘ. প্রফেশনাল

৪. ভারতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে বা কারা বরখাস্ত করতে পারেন?
ক. প্রধানমন্ত্রী
খ. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি
গ. পার্লামেন্ট
ঘ. পার্লামেন্টে বিল পাসের পর রাষ্ট্রপতি দ্বারা

৫. ২০২৩ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপের জয়ী দল কোনটি?
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা খ. অস্ট্রেলিয়া
গ. ভারত ঘ. ইংল্যান্ড

VITEEE-র পরীক্ষার দিন ঘোষণা

ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রবেশিকা পরীক্ষা ভিআইটিইইই ২০২৪-এর দিন ঘোষণা হল। ভিআইটিইইই ২০২৪-এর আবেদনপত্র অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ মার্চ, ২০২৪। পরীক্ষার স্লট বুকিং: সমস্ত রেজিস্টার্ড প্রার্থীদের জন্য ভিআইটিইইই ২০২৪ স্লট বুকিং প্রক্রিয়া শুরু হবে। একবার স্লট বুকিং হয়ে গেলেই প্রার্থীরা অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবে। পরীক্ষা : বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৯ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে। রেজাল্ট : আগামী ৩ মে, ২০২৪ তারিখে রেজাল্ট ঘোষণা হবে।

JEE অ্যাডভান্সড পরীক্ষা

জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন (জেইই) অ্যাডভান্সড ২০২৪ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা হবে ২৬ মে। আবেদন করা যাবে ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) -তে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নাম শর্ট লিস্ট করা হবে জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষার মাধ্যমে। ২০২৪ সালে আইআইটি মাদ্রাজ আয়োজন করবে এই পরীক্ষা। জেইই মেন ২০২৪-এর প্রথম ২.৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী জেইই অ্যাডভান্সড পরীক্ষার জন্য jeeadv.ac.in -এ রেজিস্টার করতে পারবে। অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হবে ১৭ মে থেকে ২৬ মে। ৯ জুন ঘোষণা করা হবে।

জেইই আর্কিটেকচার অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (এএটি) ২০২৪-এর রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে ৯ জুন, চলবে ১০ জুন পর্যন্ত। ১২ জুন পরীক্ষা হবে। ১৫ জুন রেজাল্ট বেরোবে। জয়েন্ট সিট অ্যালোকেশন অথরিটি (জেওএসএএ) প্রক্রিয়া শুরু হবে ১০ জুন।

নলেজ ব্যাঙ্কের উত্তর
১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ঘ ৫. গ

চাকরির খবর

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যালে নিয়োগ

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে সিনিয়র রেসিডেন্ট পদে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ৪৩। সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি/এমএস/ডিএনবি/ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস করে থাকতে হবে। বয়স: ৪৫ বছরের উর্ধ্বে নয়। আবেদন পদ্ধতি: অফিসিয়াল ওয়েবসাইট s24pgs.gov.in -এ গিয়ে প্রথমে আবেদন ফর্ম-সহ নোটিসটি ডাউনলোড করে পূরণ করুন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-সহ ফর্মটি নিয়ে উল্লিখিত ঠিকানায় ২১ ডিসেম্বর সকাল ৯ টার সময় উপস্থিত হন। বিশদ জানতে ওয়েবসাইট দেখুন।

পূর্ব-মধ্য রেলে ১৮৩২ অ্যাপ্রেন্টিস

রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের মাধ্যমে পূর্ব-মধ্য রেলে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। ফিটার, ওয়েল্ডার, মেকানিক(ডিজেল), কার্পেন্টার, পেন্টার (জেনারেল), ইলেক্ট্রিশিয়ান, ব্ল্যাকস্মিথ, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ওয়্যারম্যান, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আরও অন্যান্য পদে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ১৮৩২। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। যোগ্যতা: ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর-সহ ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পাস সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই। বয়স: ১৫-২৪ বছর। আবেদন ফি: ১০০ টাকা। এসসি/এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মহিলা প্রার্থীদের আবেদন ফি লাগবে না। আবেদন পদ্ধতি: www.rrcecr.gov.in -এ গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-সহ ফর্মটি পূরণ করে সাবমিট করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

উত্তর-মধ্য রেলে ১৬৯৭ অ্যাপ্রেন্টিস

উত্তর-মধ্য রেলে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করা হবে। ফিটার, ওয়েল্ডার (জিঅ্যান্ডই), আর্মেচার ওয়ান্ডার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, ইলেক্ট্রিশিয়ান পেন্টার(জেনারেল), প্লাম্বার, মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব পেজ ডিজাইনার, স্টেনোগ্রাফার(হিন্দি), টার্নার এবং আরও অন্যান্য পদে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ১৬৯৭। যোগ্যতা: ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পাস এবং এনসিভিটি/এসসিভিটি স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই। বয়স : ১৫-২৪ বছর। www.rrcpryj.org -এ গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-সহ ফর্মটি পূরণ করে সাবমিট করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর রাত ১১.৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-৩

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে টেক্সটাইল এবং হ্যান্ডলুম বিভাগে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ১০। যোগ্যতা: একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে টেক্সটাইল অথবা হ্যান্ডলুম টেকনোলজিতে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা। বয়স: ০১/০১/২০২৩ অনুযায়ী ঊর্ধ্বসীমা ৩৯ বছর। আবেদন ফি: ১৬০ টাকা। বেতন: বেসিক পে ২৮,৯০০ টাকা। নির্বাচন পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ। আবেদন পদ্ধতি: অফিসিয়াল ওয়েবসাইট wbpsc.gov.in -এ গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-সহ ফর্মটি পূরণ করে সাবমিট করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ ডিসেম্বর।

মালদহে স্বাস্থ্য দপ্তরে ৭৮

মালদহ জেলায় স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগ করা হবে। ব্লক এপিডেমোলজিস্ট, ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ব্লক ডেটা ম্যানেজার, মেডিক্যাল অফিসার, স্টাফ নার্স এবং আরও অন্যান্য পদে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ৭৮। অনলাইন আবেদন করতে হবে। যোগ্যতা: ডিগ্রি/এএনএম/জিএনএম/এমবিবিএস/অন্যান্য (বিভিন্ন পদ অনুযায়ী যোগ্যতাও ভিন্ন ভিন্ন)। বয়স: ১৮-৬২ (বিভিন্ন পদ অনুযায়ী বয়সের সীমা ভিন্ন ভিন্ন)। বেতন: ১৩,০০০ - ৬০,০০০ টাকা। আবেদন পদ্ধতি: www.wbhealth.gov.in/online recruitment-এ গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস-সহ ফর্মটি পূরণ করে সাবমিট করুন। আবেদনের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। আরও বিশদ জানতে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুলে শিক্ষক

বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ স্কুলে বিভিন্ন পদে সহকারী শিক্ষক এবং কোচিং টিচার পদে নিয়োগ করা হবে। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, আরবি, ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। মোট শূন্যপদ ৩৪। যোগ্যতা- অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট সঙ্গে টিচার্স ট্রেনিং (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আবাসিক শিক্ষকদের অগ্রাধিকার)। কোচিং টিচার : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট। ইন্টারভিউয়ের তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর, সকাল ১০ টায়। আবেদন পদ্ধতি: www.vidyasagarvidyapith.com-এ গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সহ ফর্মটি পূরণ করে সাবমিট করুন।